দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 16 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

2

শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষক সংকট ও অব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীরা বিপাকে ॥ অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন

দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু সংখ্যক স্কুলে ব্যাপক অনিয়ম অব্যবস্থা ও শিক্ষক স্বল্পতার কারণে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে। কোন কোন স্কুলের শিক্ষকগণ দীর্ঘদিন যাবৎ বেতন পান না। শিক্ষা ক্ষেত্রে এই অনিশ্চিয়তার দরুন অভিভাবকরা বিপাকে পড়িয়াছেন। খবর আমাদের সংবাদদাতাগণ জানাইয়াছেন।

বাগেরহাট : জেলার ৯টি থানার গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক স্কুলে ব্যাপক অনিয়ম চরম আকার ধারণ করিয়াছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই স্কুল পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে। অভিভাবকদের অভিযোগ, নির্ধারিত সময়ে স্কুল বসে না, ক্লাস হয় না। শিক্ষক শিক্ষিকাগণ সময়মত ক্লাসে উপস্থিত

(৯ম পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষাঙ্গনে

(৩য় পৃঃ পর)

থাকেন না। থাকিলেও সময়মত ক্লাসে যান না। কোন কোন শিক্ষক নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই ক্লাস ত্যাগ করেন। পরীক্ষার পূর্বে বিভিন্ন অজুহাতে মাত্রাতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয়। অভিভাবকদের মনে এই ধারনা বদ্ধমূল হয়েছে যে, শিক্ষকদের নিকট প্রাইভেট না পড়িলে পরীক্ষায় ভাল ফল হইবে না। পল্লী এলাকায় অধিকাংশ স্কুলে শিক্ষকদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ দলাদলি থাকায় নিয়মিত ক্লাস হয় না।

রাজুনিয়া : শিক্ষকের অনুপস্থিতি এবং অপর্যাপ্ততার কারণে কোন কোন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বৎসরের পর বৎসর বন্ধ রহিয়াছে। থানা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের দয়ায় দুর্গম এলাকার বিদ্যালয়ে নিয়োজিত অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা সদর এলাকার বিদ্যালয়ে নিযুক্তি পাইয়া অতিরিক্ত শিক্ষক হিসাবে হাজিরা দিয়া মাসিক বেতন তুলিতেছেন। কাপ্তাই থানার সর্বমোট সরকারী প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৯। এই সকল বিদ্যালয়ে ১শত ৪৩ জন শিক্ষকের পদে সংশ্লিষ্ট সরকারী হিসাব মতে ১টি মাত্র শূন্য পদ থাকিলেও একাধিক বিদ্যালয়ে শিক্ষককের অভাব রহিয়াছে। কোন কোন বিদ্যালয়ে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া মাত্র একজন শিক্ষক দ্বারা নামমাত্র স্কুল পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। অন্যদিকে সদরের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে অযাচিতভাবে নিযুক্তি পাওয়া অতিরিক্ত শিক্ষকের ভিড় চলিতেছে। চিৎমোরম ইউনিয়নের চাকুয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ রহিয়াছে। পেকুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, হরিণছড়ামুখ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাইখালী পুনর্বাসন পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও হরিণছড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দীর্ঘদিন যাবৎ মাত্র একজন করিয়া শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। অপরদিকে বড়ইছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ব্যাপটিষ্ট মিশন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নারানগিরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাগলীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, চিৎমোরম ইসলামিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রভৃতি সদর এলাকার বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট পদের অতিরিক্ত শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। থানা শিক্ষা অফিসে যোগাযোগ করিয়া জানা গিয়াছে, সদর হইতে দূরে অরণ্য এলাকায় অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থায় শিক্ষকতা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার বিধায় এই সকল বিদ্যালয়ে নিয়োজিত শিক্ষিকাগণকে সদর এলাকার বিদ্যালয়ে প্রেষণে নিযুক্তি দেওয়া হইয়াছে। দুর্গম এলাকার বিদ্যালয় বন্ধ থাকার ব্যাপারে জানেন না এবং পরিচালনা কমিটির সভাপতির সুপারিশক্রমে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মাসিক বেতন দেওয়া হয় বলিয়া শিক্ষা কর্মকর্তা জানাইয়াছেন। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের নিয়োগ বদলী সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়া নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া হইতেছে। দুর্গম এলাকার বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে অন্যায়ভাবে প্রেষণে বদলীর চুক্তিতে থানা শিক্ষা কর্মকর্তা মোটা অংকের উৎকোচ গ্রহণ করেন বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে।

পদ শূন্য

মাদারীপুর : জনাতান সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকসহ ৯টি পদ শূন্য রহিয়াছে। পদগুলি হইতেছে : ১ জন সহকারী প্রধান শিক্ষক, ৫ জন সহকারী শিক্ষক, ১ জন অফিস সহকারী ও ১ জন নৈশ প্রহরী।

বাগেরহাট : ফকিরহাট থানা মুলঘর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের বেশ কয়েকটি শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে। একজন সহকারী শিক্ষক দায়িত্ব পালন করিতেছেন।

রূপগঞ্জ : এক বৎসরাধিককাল যাবৎ রূপগঞ্জ থানার বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ জন প্রধান ২১ জন সহকারী শিক্ষিক-শিক্ষিকার পদ খালি রহিয়াছে।

ভৈরব : এই থানার ৩টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত ২ বছর যাবৎ মাত্র ১ জন করিয়া শিক্ষক নিয়োজিত রহিয়াছেন।

বিদ্যালয়গুলি হইল : আগানগর ইউনিয়নের গজারিয়া ও কালিকাপ্রসাদ ইউনিয়নের আদর্শ গ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

বাউফল : বাউফল থানাসহ পটুয়াখালী জেলার ৬টি থানার ৩১৩টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯০৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা কয়েক বছর যাবৎ নিয়মিত বেতন পান না। তাহারা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবন-যাপন করিতেছে। পটুয়াখালী জেলায় বর্তমানে রেজিষ্ট্রিকৃত ২২৮টি এবং রেজিষ্ট্রি হয় নাই এমন ৮৫টি মোট ৩১৩টি বিদ্যালয়ে ৯০৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা কাজ করিতেছেন। রেজিষ্ট্রিকৃত বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ মাসিক ৫০০ টাকা হারে তিন মাস পর বেতন পাইতেছেন। রেজিষ্ট্রি হয় নাই এমন স্কুলগুলিতে আদৌ কোন বেতন বা ভাতা পায় না। সরকারী হওয়ার আশায় তাহারা বিনা বেতনে কাজ করিয়া যাইতেছে।

শ্রীমঙ্গল : জেলার ৬টি থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা সরকারী ৬ শত ৯৩টি ও বেসরকারী ১ শত ১০টি। প্রায় সোয়া দুই লক্ষ শিশু স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত হইলেও বর্তমানে স্কুলে ভর্তি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৭৯ হাজার। অর্থাৎ প্রায় ২০ শতাংশ শিশু স্কুলের ধারেকাছে যায় নাই।

এখানে প্রাথমিক শিক্ষকের পদ রহিয়াছে ২ হাজার ৩ শত এবং ইহার মধ্যে নিয়োগপ্রাপ্ত আছেন ২১ শত ২২ জন। শিক্ষকস্বল্পতার এই পরিস্থিতিতে জেলার প্রায় ১ শত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাত্র ১ জন করিয়া শিক্ষক নিয়োজিত আছেন। ভাঙ্গাচোরা ঘরদরজা, বেঞ্চ-ডেস্ক-ব্লাক বোর্ড প্রভৃতির অভাব অনেক বিদ্যালয়ের স্থায়ী সমস্যা। ১শত ৩০ জন ছাত্রছাত্রীর স্থলে মাত্র ২টি বেঞ্চ ও ১টি ডেস্ক আছে, কিন্তু কোন ব্লাক বোর্ড নাই। ২শত ৫০ জন ছাত্রছাত্রীর স্কুলে বেঞ্চ-ডেস্ক আছে ৫ জোড়া। কিন্তু চেয়ার-টেবিল, ব্লাকবোর্ড নাই। ১৯৯০ সনের ঝড়ে বিধ্বস্ত বিদ্যালয় গৃহ আজও মেরামত হয় নাই। এমন সমস্যাজর্জরিত অবস্থা বহু বিদ্যালয়ের। জেলার বিভিন্ন থানায় ১৩টি বিদ্যালয় ভবনের এক-চতুর্থাংশ নির্মাণ কাজ শেষে ঠিকাদার লাপাত্তা হওয়ার পর দীর্ঘদিন যাবৎ কোথাও বাড়ীর বৈঠকখানায় আবার কোথাও গাছতলায় ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস করিতেছে। শিক্ষকদের স্কুলে উপস্থিতি ও সহকারী শিক্ষা অফিসারদের স্কুল পরিদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে অনিয়ম অবহেলার অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক-অভিভাবক কমিটি গঠনের সরকারী নির্দেশ অধিকাংশ বিদ্যালয়ে পালিত হয় নাই। জেলা শিক্ষা অফিসার হিসাবে প্রায় ৩ বছর যাবৎ ভারপ্রাপ্ত একজন কাজ চালাইতেছেন। ৬টি থানার মধ্যে ৩টিতে থানা শিক্ষা অফিসার নাই এবং জেলার ৩৮টি সহকারী শিক্ষা অফিসার পদের মধ্যে ১৯টি শূন্য।